হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

লোহিত সাগরের হাঙর

আনন্দ

লোহিত সাগরের হাঙর

একদিন···সিনেমায়···
সমাপ্ত

ফিল্মটা কেমন লাগল ক্যাপ্টেন ?
নেহাত মামুলি, তবে···

নায়কের অভিনয় চমৎকার !
দেখতে অনেকটা আলকা-জারের মতো, তাই না ?

তবে অবাস্তব প্লট ! খুড়ো তার ভাইপোকে কুড়ি বছর দেখেনি, অথচ যেই সে হঠাৎ ভাইপোর কথা ভাবল, অমনি ভাইপো সে হাজির !

ধরো আমি কারও কথা ভাবছি, অমনি তার দেখা পাব ?

জেনারেল আলকাজারের কথ
অনেকদিন তাঁকে আমরা দেখিনি কেমন ? এখন যদি···

তার কথা ভাবি তো অমনি তিনি এসে হাজির হবেন ? এ কি সম্ভব ?

!

আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি ! চোখে দেখতে পান না ?
আরে, জেনারেল আলকাজার !
শুভসন্ধ্যা !

আরে, আমরা তো আপনার কথাই ভাবছিলুম
বটে ! বটে ?

হ্যাঁ, আপনার কথাই ভাবছিলুম আমরা ! আর অমনি আপনার আবির্ভাব ! তা আজকাল কী করছেন ?
আমি ? কী আর করব, দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াই ।

আজ চলি, একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে ।
আমাদের ঠিকানাটা রাখুন । আপনি কোথায় আছেন ?

আমি—আমি আছি ব্রিস্টল হোটেলে ।
তা হলে একদিন—

আজ চলি ।
গুডবাই ।

লোকটার দেখছি বিষম তাড়া । ভাল করে কথাই বলল না ।

চলো, বাড়ি ফেরা যাক ।

?
আরে !

জেনারেলের মনিব্যাগ । ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে !

চলো, ওকে ধরা যাক

কোথায় গেল লোকটা ?

চলো, ব্রিস্টল হোটেলে যাওয়া যাক ।

খানিক বাদে—ব্রিস্টল হোটেলে—
জেনারেল আলকাজার ?—না, ও-নামে কেউ এখানে থাকেন না ।

অন্য কোনও নামে নেই তো ? এই যেমন রামন জারাতে ?
কী রকম দেখতে বলুন তো ?

এঁকে দেখাচ্ছি। লম্বা থুতনি, ছোট গোঁফ, হট্টাকট্টা চেহারা । অনেকটা এইরকম ।

এইরকম কেউ আছেন ?

না সার, এমন কেউ এখানে নেই ।
আচ্ছা, ধন্যবাদ ।
BRIST

হাঁদাটার মনিব্যাগ এখন ফেরত দেব কী করে ?
তাই তো ভাবছি।

মনিব্যাগটার মধ্যেও তো কোনও হদিস থাকতে পারে । চলো, কোথাও বসে এটা খুলে দেখা যাক ।

কী খাব ? হুম...

আইসক্রিম সোডা ।

এবারে দেখা যাক, কী আছে ।
ROSSINI

হরেক দেশের নোট আর খুচরো··· লটারির টিকিট···মেপল-পাতা···

বিমানের ফোটোও দেখছি কয়েকটা···

একটা চিঠিও রয়েছে । পড়া যাক ।

শুক্রবার
প্রিয় মহাশয়,
দশটা থেকে বারোটার মধ্যে পি· আই· সি· ৮৫২৪ নম্বরে টেলিফোন করে মিঃ দেত্রেকে ডেকে দিতে বলুন। ধন্যবাদ ।
জে· ডি· এম· সি

জেনারেলের ঠিকানা তো নেই !
জানি । কিন্তু এই নম্বরে আমি ফোন করব ।
ROSSINI

হ্যালো···পি আই সি ৮৫২৪ ? ···আমি দেত্রের সঙ্গে কথা বলব ।···আমি জেনারেল আলকাজারের বন্ধু···হ্যালো···হ্যালো···

হ্যালো—শুনতে পাচ্ছেন ?—কী ? আলকাজারকে চেনেন না ?—রামন জারাতে ? —তাও না ?—আমি ওর মনিব্যাগটা ফেরত দিতে চাই—

দেরেকে চিনি না, আলহামরাকেও না, বুঝেছেন ?—ও-সব বাজে গল্পো শোনবার সময়ও আমার নেই !

বাপ্, কী মেজাজ !

তা হলে আর কী করা ? চলো, মার্লিনস্পাইকে ফেরা যাক !

খানিক বাদে…
এ কী, সদর-দরজা খোলা কেন ?

ভৌভৌ—ভেউভেউ !
?
?

আরে, কুট্টুসের এই দশা কে করল ?

দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি !

কী হল ক্যাপ্টেন ?

ইঁদুর, বাঁদর, গণ্ডার, ছুঁচো, জলহস্তী ! নেস্টর ! নেস্টর !

ওরে বাবা !

দ্যাখো টিনটিন !

!?
হালুম

আবদুল্লা !···
হালুম !
আবদুল্লা ?···
আবদুল্লা !···
আবদুল্লা !
আবার সিঁড়ি দিয়ে পড়ো ! আবার !
ওরে অলম্বুষ ! তুই এখানে কী করছিস ?
দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছি !
আমার জন্যে ?
হ্যাঁ, উপহার !
যাই বলো, ছেলেটা বিচ্ছু বটে, কিন্তু ওর দিলটা ভাল !
এই নাও তোমার উপহার !
ধন্যবাদ, আবদুল্লা !
পাখিওয়ালা ঘড়ি ! দারুণ !
এই দ্যাখো, ঘড়িতে কীভাবে···
দম দিতে হয় !
ওরে অলম্বুষ ! ওরে জাম্ববান ! ওরে···
আঁ আঁ !
আমার মালিকের ছেলেকে মারবেন না !
?
?

ক্যাপ্টেন ও টিনটিন,

আবদুল্লাকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি । তোমরা ওকে ইংরেজি শেখাবে । এখানকার অবস্থা ভয়াবহ । যদি আমার কিছু হয়, তা হলে আবদুল্লার দায়িত্ব তোমাদেরই নিতে হবে । ইতি ।
আমির বেন কলিশ এজাব

পরদিন সকালে…
রিরিরিং
রিরিরিং
হেল্লো ?
যাচ্চলে ! এই অবস্থায় গিয়ে ফোন ধরতে হবে !
আসছি রে বাবা, আসছি
রিরিরিং
রি রি রিং
রি রি রিং
হেল্লো…হেল্লো…কে ?… কী ?…কাকে চাই ?…ধুত, এটা রং নাম্বার !
ছপ
ছপ
ছপ
ছপ ঝপাং
রি রি রিং
কী রে বাবা, সবাই ঘুমুচ্ছে নাকি ?
সবাই ঘুমুচ্ছে !
হেল্লো !
হেল্লো ?…কে ?… জনসন ?…
বিরক্ত করছি না তো ?
আরে, না না !
টিনটিনের সঙ্গে কথা বলতে চাও ?…কী দরকার ?…জেনারেল আলকাজারকে আমরা চিনি কি না ?…হ্যাঁ, কেন ?

পরে টিনটিনকে বলবে ?···বেশ !···না না, বিরক্ত হব কেন ?

উঃ বিরক্তির একশেষ !

আধ ঘণ্টা বাদে···
জেনারেল আলকাজারের ব্যাপারে কথা বলতে চায় ! আশ্চর্য !
তা বটে ! কিন্তু আবদুল্লা কোথায় ?

গুরর
গুরর
?
ওই আবদুল্লা আসছে !

ক্যালকুলাস !
এ কী কাণ্ড !

ব্যাপার কী ? রোলার স্কেট্‌স পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন ?
ধন্যবাদ !

কিন্তু রোলার স্কেটসটা তোমার চোখেই পড়ল না ! আশ্চর্য !

রিরিরিং
?
রোলার স্কেটসের ইতিহাসটা পরে বলব !

মানিকজোড়
এবারে চা খাব !
বটে ?

সান থিওডোরোসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন । সেই সময়ে ইউরোপে তাঁকে দেখেছি । জেনারেল টাপিওকা তাঁকে হটিয়ে দেন । শুনেছি পেটের দায়ে আলকাজার তখন ছুরির খেলা দেখিয়ে বেড়াতেন ।

অবাক হচ্ছ কেন ? আমরা জানি না, এমন কিচ্ছুই নেই !
অর্থাৎ, কিচ্ছুই আমরা জানি না !
দেখা হবার কথা তো বলতেই যাচ্ছিলুম ! বললেন, তাঁর তাড়া আছে, একটা হোটেলে উঠেছেন, হোটেলটার নাম···
এক্সেলসিয়র ।
বাস, আর কোনও কথা হয়নি । তা
বিরুদ্ধে অভিযোগটা কিসের ?
তা বলব কেন ? লোকটা বিমানের চোরা-চালান চালায়, এই কথাটা তোমাদের বলে দেব নাকি ? হুঁ হুঁ, আমরা কি এতই বোকা ?
না হে বাপু, আমরা কিছু বলব না । লোকটা যে পুরনো বিমান কিনতে ইউরোপে এসেছে, তাও না । ···আচ্ছা , চলি তা হলে ।
আসুন ।
টুপি আর ছড়ি নিয়ে নেস্টরও এসে গেছে !
আরে, টুপিটা ছোট হয়ে গেছে দেখছি !
টুপি ছোট হয়েছে, নাকি মাথাটাই বেড়ে গেছে ?
টুপি বদলাবদলি হয়ে গেছে ।
তাই বলো ! ভাগ্যিস মাথা-বদল হয়নি !
নাঃ, তাও হচ্ছে না !
আমারও না ।
দেখি তো···আবদুল্লা যা দুষ্টু !
আবদুল্লা ?
যা ভেবেছি, খবরের কাগজ পাকিয়ে টুপির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে ।
খানিক বাদে···
আরে, এ তো যুদ্ধের সরঞ্জাম !
মানিকজোড় তো এই কথাই বলছিল !

পুরনো কাগজে এই বিজ্ঞাপনটা দেখলুম !

কেনাকাটা
বিমান, ডুবোজাহাজ
ট্যাঙ্ক ইত্যাদি
বিশদ বিবরণের জন্য
লিখুন :
জে· ডি· এম· সি·
বক্স নং ৫০৮৩

বাপ্ রে, যুদ্ধজাহাজ-টাহাজও বিক্রি হচ্ছে নিশ্চয় ! গোটাকয় কিনে ফেলব নাকি ?
বিক্রেতার নামটা দেখেছ ?

জে· ডি· এম· সি ! আরে, আলকাজারের মনিব্যাগে পাওয়া চিঠিতে তো এই আদ্যক্ষরই ছিল !
বিলক্ষণ !

আলকাজার নিশ্চয়ই অস্ত্রশস্ত্র কেনবার ফিকিরে আছে ! কিন্তু মনিব্যাগ ফেরত না-দেবার সেটা কারণ হতে পারে না ! মানিকজোড়ের কাছে ঠিকানা তো পেয়েছি…
আমি তোমার সঙ্গে যাব !

পরে…হোটেল এক্সেলসিয়রে…
জেনারেল আলকাজার ? হ্যাঁ, এইমাত্র ফিরলেন ! লাউঞ্জে পাবেন !
ধন্যবাদ !

ওই তো !

আরে, ডসনের সঙ্গে কথা বলছে ! লোকটা আগে সাংহাইয়ে পুলিশের বড়কর্তা ছিল !

পিছনে মানিকজোড়ও রয়েছে দেখছি !
আরে, তাই তো !

ক্যাপ্টেন, তুমি এখানে থাকবে ! ডসন উঠলেই আমি ওর পিছু নেব ! বাড়িতে ফিরে দেখা হবে ; কেমন ?
বেশ !

এক ঘণ্টা বাদে…
ডসন একটা কালো গাড়িতে উঠল !

সামনের ওই কালো জাগুয়ারটার পিছু নাও !

কোথায় চলেছি, কে জানে !

পনরো মিনিট বাদে...
শহরতলিতে পৌঁছেছি—গাড়ির স্পিড কমছে !

থামাও, ড্রাইভার !

পাহারাদার !

ঢুকতে গিয়ে কারও নজরে পড়া চলবে না !

এবারে দেখা যাক—

জঙ্গি বিমান ! হুম !

কে যেন আসছে !

আজকের কাগজ দেখেছেন স্যার !

আমাদের কাছ থেকে পুরনো জঙ্গি বিমান কিনে ওরা দিব্যি লড়ছে দেখছি !
দেখা হল ?

আলকাজারও তার প্রতিদ্বন্দ্বী টাপিওকাকে হটাবার জন্যে বারোটা জঙ্গি বিমান কিনতে চাইছে। ওরা লড়ে মরুক, আমাদের মুনাফা হলেই হল।

আরব এয়ারও কিছু স্পেয়ারপার্টস কিনতে চাইছে। সেগুলো প্যাক করে ফেলি। মনে হচ্ছে, আরও প্রচুর অর্ডার—

?
!

আরে, এ কী কাণ্ড !
কোত্থেকে আসছে এই শব্দ ?
অ্যালার্ম-ঘড়ি !
!
আবদুল্লার কাণ্ড ! পকেটের মধ্যে অ্যালার্ম-ক্লক ঢুকিয়ে রেখেছে !
একটা ছোকরা, সঙ্গে সাদা কুকুর ? তোমাদের চোখ এড়িয়ে ঢুকল কী করে ?
'দৈনিক সংবাদ'
GASOLIN
ধন্যবাদ
যাচ্চলে !
খবর শুনে ক্যাপটেন না মূর্ছা যায় !
খানিক বাদে…

আবদুল্লা ! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি
হাহা ! হাহা !

ব্যাপারটা যে কত ভয়ঙ্কর, আবদুল্লার তা বোঝার বয়েস হয়নি !

গুড়ুম
?!

পাজি নচ্ছার ছেলে ! বাঁদরটা আমার ইজিচেয়ারের নীচে পটকা রেখে দিয়েছিল ! ওকে আজই ফেরত পাঠাব !
তা আর সম্ভব নয়...

খেমেদে সশস্ত্র
অভ্যুত্থান
রাজধানী বিদ্রোহীদের হাতে
আকাশ থেকে বিদ্রোহীরা আক্রমণ চালিয়েছিল কিন্তু জঙ্গি বিমান সরবরাহ করল কে

আমির বেন কলিশের এ কী সর্বনাশ হল ! চিঠিতে তিনি এরই কথা লিখেছিলেন । না, আবদুল্লাকে সত্যি ফেরত পাঠানো যাবে না ।
কিন্তু...

আবদুল্লার বদলে আমরাই চলে যেতে পারি !
ঠিক বলেছ ! কোথায় যাব বলো তো ?

খেমেদে গেলে কেমন হয় ?
চমৎকার হয় !
অ্যাঁ, খেমেদে ? এই সময় ? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ?

আমিরের প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে । তা ছাড়া, বিমানের এই ব্যাপারটারও একটা ফয়সালা হওয়া দরকার ।
না, না, আমি যাচ্ছি না ! কিছুতেই না ! কভি নেহি !

দুম

বেশ, যাওয়াই যাক !

ছোকরা-বয়েসি···
সঙ্গে সাদা কুকুর !
কে হতে পারে ?
রিরিরিং
রিরিরিং
কে ?···জেনারেল ?···
মনিব্যাগ ফিরে পেয়েছেন ?
ক্যাপ্টেন হ্যাডক ফেরত দিল ।
ও হচ্ছে টিনটিনের বন্ধু ।
মনিব্যাগের মধ্যে তোমার
নম্বরটা পেয়েছে, বুঝলে ?
টিনটিন ! তাই বলো !
আমার ব্যাপারে নাক
গলালে ওকে শায়েস্তা
করে ছাড়ব !
তিন দিন বাদে···খেমেদের রাজধানী
ওয়াদেসদার বিমানবন্দরে···
বেইরুটের প্লেন
আসছে !
লোকটা প্লেনে থাকলে এই ব্রিফকেসটা
ব্যাগেজ-কম্পার্টমেন্টে রেখে দেবে ।
ওয়াদেসদা
বিমানবন্দর
অনেক দিন বাদে এখানে এলুম···
চতুর্দিকে পাহারাদার । ব্যাপার গুরুতর ।
পাসপোর্ট দেখান !
আপনাদের খেমেদে ঢোকা নিষেধ ।
এই প্লেনেই আবার বেইরুটে ফিরে যান ।

তার মানে ? ঢুকতে দেবেন না ?
না । ওই বিমানে উঠে ফিরে যান ।

চালাকি পেয়েছেন ? আমাদের এ-দেশে ঢুকতে দিতে আপনারা বাধ্য ।
ওরে, এদের ওই বিমানে তুলে দে তো !

এতদূর এসে ফিরে যেতে হচ্ছে ! কী নচ্ছার লোক এরা ! এ তো ভাবাই যায় না !

এক ঘন্টা বাদে…
ঘন্টাখানেক বাদে ওদের ওই বিমান যখন পাহাড়ের উপর দিয়ে যাবে…হাহা…

প্লেন তো নয়, গোরুর গাড়ি ! কী ঝাঁকুনি রে বাবা ! এ-রকম ঘটবে, ভাবতেই পারিনি ! কপালে যে এর পর কী আছে, কে জানে !

বাক্সটা শেষপর্যন্ত আমার মাথাতেই পড়ল !

হুঁশিয়ার ক্যাপ্টেন !

বাবা রে…

…এবার পকেট !

লাগেনি তো ক্যাপ্টেন ?

না, না, লাগবে কেন ! দিব্যি মজায় আছি

বিপদ ঘটবে ! বিপদের গন্ধ পাচ্ছি ! টিনটিনকে এক্ষুনি বলতে হবে !
আমাদের কথা ওয়াদেসদার লোকদের কে বলল ? আমাদের ফেরত পাঠাবার পরামর্শই বা ওদের দিল কে ?
কী খবর কুট্টুস ? কী হয়েছে ?
ভৌ ভৌ
কী ব্যাপার ? কিছু দেখাতে চাও ? বেশ তো, চলো !
উয়া ! উয়া
মালপত্রের ঘরে ঢুকব ? কেন ?
উয়া উয়া
ফি-ই-ই-ই-শ
?
ফি-ই-ই-ই-শ
শব্দ কিসের ?
ওরে বাবা !
একটা ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেছে ! কিন্তু…
আগুন-নেভানোর যন্ত্রটা কাজ করছে না ! প্লেন পুড়ে ছাই
ওয়াদেসদা টাওয়ার,…ওয়াদেসদা টাওয়ার…আগুন ধরেছে…নেবানোর যন্ত্র বিকল…আমরা ওয়াদেসদায়
কী ভারী রে বাবা !
টক
টিক
টিক
টক
টক
টিক
টক

ইঞ্জিনের আগুন নেভেনি
ওয়াদেসদায় ফিরছি ।
ফায়ার-ব্রিগেড তৈরি
রাখুন—

টিনটিন কিচ্ছু বুঝতে
পারছে না কেন ?

আবার কোথায় যাব ?
বেলা পেয়েছিস নাকি ?

আমাকে একটা প্যারাশুট

প্যারাশুট কাজে লাগবে না ! মাথা ঠাণ্ডা
রাখুন !
প্যারাশুট দিন ! আমি
লাফাব !

পাইলটকে বিরক্ত করবেন না, ওঁকে
ওঁর কাজ করতে দিন !

এ ছাড়া উপায় নেই

যে-যাঁর সিটে বসে থাকুন,
বেলি-ল্যান্ডিং করব—

কাদ-এর দক্ষিণ দিকে আমরা
বেলি-ল্যাণ্ডিংয়ের চেষ্টা করছি !

উঃ, খুব বেঁচেছি !
যাক, আগুন নিভেছে !
রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে না-থেকে চলুন ওই পাথরের ছায়ায় গিয়ে বসা যাক !
এক্ষুনি বেরিয়ে এসো কুট্টুস !
উয়া ! উয়া !
উয়া ! উয়া !
ওয়াদেসদা এখান থেকে মাত্র তিরিশ মাইল ! এক্ষুনি ওরা খোঁজ-পার্টি পাঠাবে !
?
কয়েক মিনিট বাদে···
শোনো ক্যাপ্টেন, ওয়াদেসদায় আমরা অবাঞ্ছিত ! সেখানে গেলে আবার বার করে দেবে ! তার চেয়ে হেঁটে শহরের দিকে যাওয়া যাক !
হেঁটে ?
উয়া ! উয়া !
কুট্টুস আমাকে প্লেনের দিকে যেতে বলছে ! কিছু দেখাবে !
চলে এসো টিনটিন
নে চল, তোকে নিয়ে পারি না !
তিরিশ মাইল হাঁটব ?
তিরিশ মাইল ! ওরে বাবা !
তেষ্টায় এদিকে ছাতি ফেটে যাচ্ছে !
বুম

বোতলটা বাঁচাতে হবে!

আরে, প্লেনটা ধ্বংস হয়ে গেল !

বোতলটা অবশ্য বেঁচে গেছে !

কিন্তু টিনটিন কোথায় ?

প্লেনের দিকেই তো
তা হলে ?

টিনটিন !—টিনটিন !—

ঝনাত

যাচ্চলে ! বোতলটা গেল !

টিনটিন, কিছু হয়নি তো ?

না, লাগেনি ! কিন্তু
গেল কোথায় ?
তোমার টুপিটা নিয়ে আসছে !

তুই ঠিক বিপদের গন্ধ পেয়েছিলি ! আমিই বুঝতে পারিনি !
তাহলেই বোঝো, বুদ্ধি আমারও কিছু কম নয়।

ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টে কেউ বোমা রেখেছিল । ইঞ্জিনে আগুন লাগায় তাড়াতাড়ি নেমে পড়েছি, তাই রক্ষে । নইলে এতক্ষণে কাউকে বাঁচতে হত না ।

জোর বেঁচে গেছি ! কিন্তু—
কিন্তু কী !

কিছু না ! চলো, সরে পড়ি !
বেশ !

ওয়াদেসদায় পৌঁছে আমাদের বন্ধু সেনর ওলিভেরা দা ফিগিরার কাছে যাব।
তেষ্টা পেয়েছে
খোঁজ-পার্টির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বিপদ ঘটবে, বুঝলে?
ভৌ ভৌ
ইয়াও
ইয়াও
রাত্রি নেমেছে···
আর হাঁটিতে পারছি না, এবারে বিশ্রাম করা দরকার।
অসম্ভব। রাত ফুরোবার আগেই ওয়াদেসদায় পৌঁছতে হবে।
শুয়ে পড়ো!
এই তো বললে, হাঁটিতে হবে।
ওরা আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।
কে ওখানে?
একটা শব্দ শুনলাম যেন···
এরোপ্লেনের শব্দ।
নাক ডাকিও না।
নাক ডাকাচ্ছিলুম? বটে?
চলে গেছে!
ঘরর্ ঘোঁ···ঘরর্ ঘোঁ···
চলো ক্যাপ্টেন!
ডাকছ কেন নেস্টর? ঘরর্ ঘোঁ···
আমি নেস্টর নই, টিনটিন। ওঠো।
ঘরর্
লোকগুলো এই শব্দে ফিরে না আসে···
ঘরর্ ঘোঁ··· ঘরর ঘোঁ···

দেখি, ছিপিটা খুললে ক্যাপ্টেনের ঘুম ভাঙে কি না···

এই হচ্ছে ওর ওষুধ !

খুলেছে !
পপ পপ = = = জাগো !

যথেষ্ট হয়েছে !

হ্যাঁ কী বলছিলে ? কারা খুঁজতে বেরিয়েছে ? তাদের আমি বেদম ঠ্যাঙাব !
শ্‌শ্‌, চলো, বেরিয়ে পড়ি

ভোর না হতেই···
ওয়াদেসদায় পৌঁছেছি । সদরফটক দিয়ে ঢুকতে গেলে ধরা পড়ব । খিড়কির পথ আমার জানা আছে ।

যাক্‌, নিরাপদে ঢুকে পড়া গেছে । এখন সেনর অলিভেরার বাড়িতে যাওয়া দরকার ।

ওই যে, ওই বাড়িটা ।
আপ্যায়ন কেমন হবে, কে জানে ।

সেনর অলিভেরা !··· সেনর অলিভেরা !···
বাড়ি পালটায়নি তো ?

সেনর অলিভেরা দরজা খুলুন !
?

উরেবাবা ! সেপাই !

লুকিয়ে পড়ো !

কে ওখানে !

কে ওখানে ?
তোমরা কে ? হল্লা করছ কেন ? মানুষকে একটু ঘুমোতেও দেবে না ?

আপনার ঘুম বড্ড পাতলা !
তোমাদের হল্লায় কুম্ভকর্ণের ঘুমও ভেঙে যাবে !

ঠিক আছে, আমরা দুঃখিত ! আপনি ঘুমোন, সেনর !
যত্ত সব !

বাবা রে, কে যেন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ওকে অন্তত জাগাইনি ! ঘরর্ ঘোঁ···
হাহা !
হোহো !
নাক ডাকানো থামিয়ে এবারে আবার দরজায় ধাক্কা দাও তো, ক্যাপ্টেন !
পুরস্কার
টিনটিন
হ্যাডক

আবার ?

সরে পড়ো বাবারা, আমাকে ঘুমোতে দাও !
সেনর অলিভেরা, দরজা খুলুন !
আমি টিনটিন !

টিনটিন···তুমি ? চটপট ভিতরে এসো !

এখানে কী করছ ? তোমাদের মাথার উপরে কত টাকা ধার্য হয়েছে,জানো ?
পোস্টারটা দেখলুম !
আমি ঘুমোব !

আশ্চর্য ! অবিশ্বাস্য !···কিন্তু তোমাদের খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই ?
তা পেয়েছে।
ঘরর্ ঘোঁ···

তেষ্টাও পেয়েছে !
বোতল থাকলে খুলে ফেলুন !

এখানে তোমাদের কী কাজ ?
বলছি শুনুন···

···আবদুল্লা···
···এরোপ্লেন···
···আমিরের চিঠি···
···চলে এলুম···

তারপরে তো হেঁটেই চলে এলুম এখানে !
বুদ্ধির কাজ করেছ ! এখানে কী হয়েছে বলি ! ছ'মাস আগে···
ঘরর্ ঘোঁ···

মেরে ফেলব !
?!

মানে—স্বপ্ন দেখছিলাম—
দুঃস্বপ্ন—জলদস্যু—
বটে ?

একটু পাইপ টানলেই ঘুম
কেটে যাবে !
টানো !

যা বলছিলাম—ছ'মাস আগে আমির যে সময়
আরব এয়ারের গুরুত্ব তার ফলে বেড়ে যায় !
তারপর হপ্তা কয়েক আগে আরব এয়ারের সঙ্গে
আমিরের ঝগড়া লাগে। অবস্থা তার ফলে
ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ গোটা দেশে দেখা দিল হাঙ্গামা।
নাম-না-জানা এক বিমান-কোম্পানি
বিদ্রোহীদের মদত দিতে লাগল।
বিদ্রোহীরা ওয়াদেসদায় ঢুকে দখল
করল ক্ষমতা।

জঙ্গি বিমান আর যাত্রিবাহী ডিসি-৩
বিমান একই সূত্র থেকে এসেছে, এবং
এটাই হচ্ছে বিস্ময়কর ব্যাপার সেনর
অলিভেরা। তা ঝগড়াটার কারণ কী ?
তা আমি জানি না।
যাক গে, এখন আমিরকে সাহায্য
দরকার। তিনি কোথায় ?
পালিয়ে জেবেলে গিয়ে তিনি
অনুগত উপজাতীয় লোকদের
আশ্রয়ে আছেন।

ওরে বাবা রে !

!

কী—কী—কী ব্যাপার !
তোমার পাইপের আগুন
দাড়িতে লেগে গিয়েছিল।

এবারে ঘুমোনো যাক।
পরশু তোমাদের আমিরের
কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা
করব।
ভাল কথা।

দু দিন বাদে—
সেপাই আসছে ! দেখেছ ?
কথা বোলো না !

ওরে বাবা !
?

হাহা ! হাহা !
হিহি ! হিহি !
হোহো ! হোহো !
তাই তো !
দেখেছ !
এই মরেছে !
উয়া ! উয়া !
চুপ কর্ কুট্টুস !
খুব বেঁচে গেছি, ক্যাপ্টেন !
ভাগ্যিস কাল সারাটা দিন কলসি মাথায় নিয়ে হাটার প্র্যাকটিস চালিয়েছিলুম !
কুঁজো চাই ? সব বিক্রি হয়ে গেছে যে !
শহর ছাড়িয়ে এসেছি।
ওই সে ইঁদারা। কিন্তু বলেছিল, কেউ থাকবে না।
?
?
!
?

কী বলছ, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না । ইংরিজি জানো ?
ভৌ !

এই রে, চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করলেই চিত্তির !

অলিভেরা বলেছিল, গাইড এখানে থাকবে । কোথায় সে ? …কী হল কুট্টুস ?
ভৌ !…
ভৌ !…

যাক, ঘোড়া নিয়ে এসেছে !

মিনিট কয়েক বাদে…
স্টিরাপ কোথায় গেল রে বাবা !

ইতিমধ্যে…
হেল্লো কর্নেল ! বাব্ এল আর-এর সদর-ঘাটি থেকে বলছি । ঘোড়ায় চড়ে তিনজন লোক জেবেলের দিকে যাচ্ছে । জঙ্গি বিমান থেকে বোমা ফেলে তাদের খতম করো । সাঁজোয়া গাড়িও যাচ্ছে । ওরা বেন কলিশের বন্ধু ।

ওই ওরা যাচ্ছে !

গোলাগুলি চলছে কেন ?
বুম বুম
র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট
এ তো আমাদেরই প্লেন ! পাগল নাকি ?
হেল্লো—কাম কতে— সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস করেছি !
সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস করেছ ? বাঃ, বাঃ ! শাবাস !
অ্যাঁ ! সর্বনাশ !
কর্নেলকে লাইন দাও !— কী ধ্বংস করেছ বললে ?
সাঁজোয়া গাড়ি ! যেমন হুকুম, তেমনি কাজ !
সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস করতে বলেছি ? আমি ?
কোর্ট মার্শাল ! বরখাস্ত ! এক শো বেত শূলে চড়াব !
ইতিমধ্যে—
যাক, প্লেনগুলো ফিরে যাচ্ছে !
সবগুলিই ফিরে গেল !
পরদিন, ভোরে—
ঘরর্ ঘোঁ—
যার-যার বন্দুক নিয়ে তৈরি থাকো !

ঘরর্‌--ঘরর
হল্‌ট !
আমরা বন্ধু !--গুলি কোরো
বন্ধু ?--সাংকেতিক বাক্যটা
উট ঘেউ ঘেউ--না না,কুকুর ঘেউ ঘেউ করলেও উট এগিয়ে যায় !
এগিয়ে এসো ! এরা কারা ?
বেন কলিশের বন্ধু ! বিদেশ থেকে এসেছেন !
ওদের নিয়ে এগিয়ে এসো
জানলার মতো গর্তগুলো দেখছ ? আড়ালে নিশ্চয় লোকজন রয়েছে !
জানলা ? লোক থাকে ? বিশ্বাস হয় না !
লোক থাকে এখানে ? অসম্ভব !
দুঃখিত, ম্যাডাম !
লোকজন থাকে বটে !
সামনে দ্যাখো !
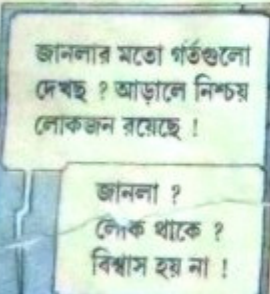
বাপরে ! পাহাড় কেটে তৈরি করা রোমান মন্দির ! ভাবা যায় ?
পৌঁছে গেছি !
মিনিট কয়েক বাদে—
পুরো শহরটাই দেখছি পাহাড় কেটে বানানো !
টিনটিন !—ক্যাপ্টেন !—এসেছ ? এ যে বিশ্বাস হয় না !
আমার সেই দুষ্টু-মিষ্টি ছেলেটা কোথায় ?
আবদুল্লা ? তাকে মার্লিনস্পাইকে রেখে এসেছি !
আহা, আমাকে ছেড়ে থাকতে না জানি কত কষ্ট হচ্ছে তার !
বাস, তোমাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলুম, এইবারে একটা কুমির এসে গপ করে তোমাকে গিলে ফেলবে !
কেউ এসে আমাকে উদ্ধার করলে বাঁচি !
এই যে নেস্টর, আমাকে একটু ঠেলা দাও তো !
মমম !
রোলার-স্কেটের সঙ্গে যে যন্তরটা বসিয়েছি, একটু ঠেলা না দিলে তো সেটা কাজ করবে না !
মমম !
বাঁ দিকে যন্তরটা বসানো । কেউ আমাকে ঠেলা দিলেই বাঁ দিকে ঘুরে যাব !
মমম
কিন্তু আমাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হলেও আবদুল্লা নিশ্চয় তোমাদের জীবনকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে ?
নিশ্চয়, নিশ্চয়

এখন বলো, এখানে আসবার, উদ্দেশ্যটা কী ? ও হ্যাঁ, দাঁড়াও, তার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক ।

আমরা আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি । আরব-এয়ারের রহস্যটাও সমাধান করতে হবে ।
আরব-এয়ার অতি পাজি ! বেইমান ! মক্কার পথে ওয়াদেসদায় ওদের ঘাঁটি করতে দিয়েছিলাম…

মাস তিনেক আগে
বলে, ওয়াদেসদায়
আগে ওদের একটা
আকাশে তিনবার
খেতে হবে ।
বলেন কী !

সামান্য একটা অনুরোধ, অথচ আরব-এয়ার আমার ছোট্ট মিষ্টি আবদুল্লার কথা শুনতে রাজি হয় না…
কিন্তু…

তাতে আমি রেগে গিয়ে বলি যে, ওদের সঙ্গে আমার চুক্তি আমি নাকচ করে দেব । সেইসঙ্গে এটাও ফাঁস করে দেব যে, ওরা ক্রীতদাসের ব্যবসা চালায় ।

অ্যাঁ ?
?
গররর

হ্যাঁ, সেনেগাল আর সুদান থেকে মক্কাযাত্রী দিয়ে প্লেন বোঝাই করে ওরা ওয়াদেসদায় আসে । যাত্রীরা গরিব ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান,…
তারপর ?

তারপর আর তাদের ফিরতে দেখি না । ওয়াদেসদা আর মক্কার মাঝামাঝি কোনও জায়গায় নিশ্চয় বেচে দেওয়া হয় তাদের
বলেন কী !

তা, আমার কথায় আরব-এয়ার
যায়, তারপর বজ্জাত বাব-এল-
হাত করে ঘটায় বিদ্রোহ । দাঁড়াও
ক্ষমতা ফিরে পেলেই
আমি খতম করব !

গ্রেআআআও
উরেব্বাবা ! কুট্টুসটা আয়েশার কাছে যায়নি তো ?

ঝনাত
?
?
!

গ্রেআও

তবে আর বলছি কী ! গর্গনজোলার জাহাজ, কাগজ, প্লেন-কোম্পানি ইত্যাদি হরেক ব্যবসা । তা ছাড়া ক্রীতদাসের ব্যবসা তো আছেই । ই বাব-এল-আরকে দিয়ে বিদ্রোহ টিয়েছে ! তাকেও উচিত শাস্তি দেব

গর্গনজোলাকে শাস্তি দিতে হবেই !

ঠিক কথা, কিন্তু তাকে হাতেনাতে ধরব কী ভাবে ?

জাহাজে তোমাদের মক্কায় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু তার ব্যবস্থা করতে দিন দুই-তিন সময় তো লাগবে ।
তা লাগুক ।

বাব এল আরকে খবরটা দিতে হচ্ছে...

ঘ্রাআআউ !

আবার কী হল ?

বেন ইউসুফ আয়েশার লেজ মাড়িয়ে দিয়েছিল তাই আয়েশা ওকে কামড়ে দিয়েছে ! সেরে উঠতে এখন হপ্তা-তিনেক লাগবে ।
আহা, বেচারা !

তিন দিন পরে...
দু'জন লোক দিচ্ছি । তাদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে চলে যাও সেখানে একটা পালের জাহাজ থাকবে । তাতেই মক্কায় যাবে তোমরা । তবে হ্যাঁ, গর্গনজোলা সাংঘাতিক লোক, তাই সাবধানে থেকো !

আরও দু'দিন পরে...
এসে গেছি । কিন্তু দাঁড়াও, জাহাজটা আছে কি না দেখে নিই ।

লোকটা ডাকছে আমাদের ।

জাহাজ না ছাই, এ তো একটা বজরা

একটা ডিঙি আসছে !

হুঁশিয়ার ! পাহারাদার ! হুঁশিয়ার !
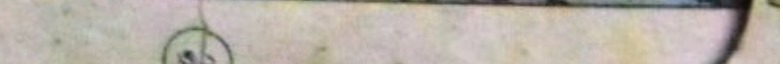
মনে হচ্ছে এখানে সন্দেহজনক কিছু হচ্ছে !
এই, কে তোমরা ?
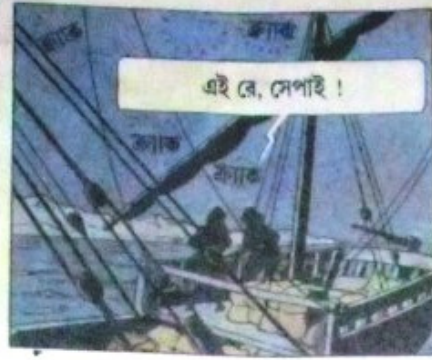
এই রে, সেপাই !
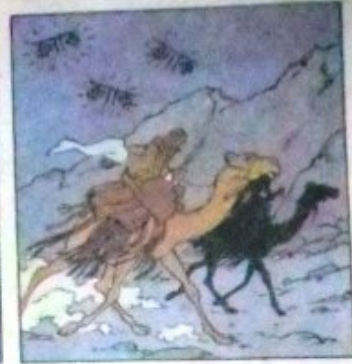
সেপাই ! হাহাহা ! বন্দুক চালাতেই লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে !

ভোরবেলায়…
হাহা ! হাহা !

সেপাইগুলোর কথা যত ভাবছি, তত হাসি পাচ্ছে ! উঃ, ওলিম্পিকে গেলে দৌড়ে ওরা চ্যাম্পিয়ন হত !

কিন্তু ফিরে গিয়ে ওরা তো খবর দেবে !
দেবে তো বয়েই গেল ! অমনি আমাদের খোঁজে যুদ্ধজাহাজ আসবে নাকি ?

তা আসবে না, তবে…
তবে কী ?

আকাশের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো !

ওরে বাবা, জঙ্গি বিমান !

সবাই শুয়ে পড়ো ! এক্ষুনি !

একটা বন্দুক থাকলে হত !
আবার আসছে !
বন্দুক ! একটা বন্দুক দাও !
এ-এ-এ-ই নি-নিন !
হয় মারব, নয় মরব !
লেগেছে !
শাবাশ টিনটিন !
দ্বিতীয় প্লেনটা পালাচ্ছে !
ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন, আগুন
গেছে ! পুড়ে মরব !

কে যেন পিছন থেকে আমাকে হাতুড়ি মারল !
কে মারবে ! এরা তো আমাদেরই লোক !
ওরে বাবা, ওইটে নিশ্চয় লেগেছে !
উঃ, নাকটা ছেঁচে গেছে !
তাড়াতাড়ি একটা ভেলায় এক্ষন ভেসে পড়তে হবে !
পনরো মিনিট বাদে…
যাচ্চলে, খাবারের টিন এনেছি, অথচ টিন-কাটারটাই আনা হয়নি !
ছুরি দিয়ে কাটো !
আরে, ওই তো বিধ্বস্ত বিমানের পাইলট !
ব্যাটা জলে ডুবে মরুক !
না না, ওকে বাঁচাতে হবে !
বোমা ফেলে আমাদের মারতে চেয়েছিলি কেন রে হতভাগা ! নাম কী তোর ?
স্কাট
তোকে আমি আজ উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব
আমি এস্তোনিয়ার লোক !
ছুরি সামলাও ক্যাপ্টেন !
দুম
হ্যাঁ, যা বলছিলুম ! তোর ভুঁড়ি এবারে ফাঁসাব !
ওদিকে…
আর থ্রি কে জিরো কথা বলছি । হ্যালো, কে সিক্স ভি এম ওভার ।
হ্যাঁ, কী বলবে বলো ওভার ।

ওদিকে...
আসুন, আমার সঙ্গে নাচবেন ?
নিশ্চয়ই, মার্কুইস !
আপনার জাহাজটা সত্যি দারুণ !
'শাহ্‌রজাদি' অতি সুন্দর জাহাজ ! সবাই কী অদ্ভুত-অদ্ভুত পোশাক
নাচছে !
মিলর্ড, জরুরি, বেতার-বার্তা !
আসছি ।
নিশ্চয়ই আমারই কোনও কোম্পানি থেকে কিছু বলতে চায় । শুনে আসি, কেমন ?
বিলক্ষণ ।
অতিথিবৎসল খাঁটি ভদ্রলোক এই মার্কুইস ।
অথচ, লোকে ওর নামে কত কথাই না রটায় !
হিংসুকদের কথায় কান দিতে নেই ।
হেল্লো ! কে সিক্স ভি এম বলছি ! আর প্রি কে ও, সাঁটে সব জানাও
নীল ছাগলকে পোকায় কামড়েছে ! এক আর দুই নম্বর পরগাছা সাফ ! আউট ।
বুঝেছি । আউট ।
এবার দেখি, সঙ্কেতের অর্থ কী । পরগাছারা কে,তা অবশ্য জানি ।
হুম...মুল পাশা কথামতো
করেছে । নাক গলাবার
পেয়েছে দুই হতভাগা !
ক্যাপ্টেন, এইভাবে চললে তো নোনা জল আর
খেয়েই বাঁচতে হবে !

আমি খাব সমুদ্রের নোনাজল ! কভি নেহি !
খেলে ক্ষতি নেই ।

হাহাহা ! কত মাছ মরেছে এই জলে ! মরেছে কত মানুষ ! জল তার ফলে বিষিয়ে গেছে ! সেই বিষাক্ত জল খাব আমি ? কক্ষনো নয়, কক্ষনো নয় !
বড্ড নোনা !

তা ছাড়া···তা ছাড়া

তা ছাড়া···তা ছাড়া

হুররে !

ওই দ্যাখো ··· একটা জাহাজ !

তোমরা নোনাজল খেয়েছ, আমি ওই জাহাজে উঠে ভাল জল খাব ! হাহা !
সত্যিই তো জাহাজ !

হাহাহা ! নোনাজল !

আমাদের দেখতে পেলে হয় !

ঝপাস

কী ক্যাপ্টেন, তুমিও নোনাজল খেলে !

কতটা নোনাজল পেটে গেল ?
এক ফোঁটাও না !

জাহাজটা আমাদের দেখতে পায়নি !

আরে, তাই তো, জাহাজটা তো সত্যি চলে যাচ্ছে ! হতভাগা ক্যাপ্টেন আমাদের দেখতে পায়নি !
ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে
একটা আয়না দিতে পারো ?
আয়না দিয়ে কী হবে ?
এই নিন !
আ, এতক্ষণে বুঝেছি !
শুধু আয়না হলেই চলবে !
সূর্যের আলো যেন হতভাগার একেবারে মুখের ওপরে গিয়ে পড়ে !
সেই চেষ্টাই তো করছি !
স্টারবোর্ডের দিকে কেউ আলো ফেলছে স্যর !
ওই দেখুন !
একটা ভেলায় তিনজন লোক
কী বললে— ? ভেলায় তিনজন লোক ?—আমি আসছি ! আর হ্যাঁ, যাত্রীদের কাউকে কিছু বোলো না !
ওই দেখুন মিলর্ড ! একটা কুকুরও রয়েছে !
টিনটিন ! সর্বনাশ ! মুল পাশার খবর তো ঠিক নয় !
জাহাজের মুখ ঘোরাব ?
কী দরকার ? বোঝোই তো, ভেলায় চড়ে অনেকে আজকাল সাগর পাড়ি দিচ্ছে ! না না, ওরা কোনও সাহায্য চায় না !
কিন্তু মিলর্ড—
যা বলছি, করো ! আরে, এটা ওদের খেলা—না না, ওরা বিপদে পড়েনি ! আর হ্যাঁ, আমাদের যাত্রীদের
এ নিয়ে কিছু বোলো না !

—মার্কুইস !— মার্কুইস !
কোথায় তুমি ?
এই তো ! কী হয়েছে ?

ভেলায় তিনটে লোক !
হ্যাঁ, মার্কুইস ! সত্যি !

আমিও দেখেছি ! ক্যাপ্টেনকে বলেছি ওদের তুলে নিতে !
শাবাশ ! কী মজা ! ওদের সঙ্গে কথা বলব !

জাহাজের মুখ ঘোরাচ্ছে
বেঁচেছি !
দেখতে পেয়েছে তা হলে

দেখতে পেয়েছে রে দাদা, দেখতে পেয়েছে !

দ্যাখো কী কাণ্ড !

আমার পরিচয় জানতে না পারে !

না না, আপনার পরিচয় ওদের জানাব না !

আর হ্যাঁ, যাত্রীদের সঙ্গে ওদের মেলামেশা করতে দিও না !

কী সুন্দর প্রমোদ-তরণী ! কার কে জানে !

এসো, আমার ফাঁদের মধ্যে চলে এসো !

চমৎকার প্রমোদ-তরী ! মালিক কে ?
দারুণ হল্লোড় চলছে দেখছি ।

যাত্রী কারা জানো ? ডিউক, ডাচেস, ফিল্ম-স্টার ! সবাই বিখ্যাত লোক ! বুঝলে ?

আরে, এ যে টিনটিন !
লোকটা···কী নাম যেন···

যাই, ওদের স্বাগত জানাই ।

মার্কুইস দ্য গর্গনজোলার এই জাহাজে স্বাগত, হে বন্ধু !

ওরে বাবা, এ যে সেই সিনোরা কাস্তাফি
এসো টিনটিন !

এসো প্যাডক ! নাকি তোমার নাম হ্যারক ?
আমার নাম হ্যাডক !

সিনোরা, লর্ডশিপ জানাচ্ছেন, ওঁরা ক্লান্ত, তাই ওঁদের আলাদা ঘরে বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছে ।
তাই নাকি ?

খানিক বাদে…
পার্কার, কী বলল
বলল যে, একটা বজরায় করে মক্কায় যাচ্ছিল

পথের মধ্যে কয়েকটা প্লেন ওদের তাক করে বোমা ফেলে । বজরায় আগুন ধরে যাওয়ায় ওরা ডিঙিতে ভেসে পড়েছে । একজন পাইলটকে ওরা উদ্ধার করেছে । সেও ওদের সঙ্গে আছে ।
ঠিক আছে, পার্কার ।

একটা কথা । সিনোরা কাস্তাফিয়োরা ওদের চেনেন । তিনি ওদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ।
বটে ?

ওঃ, একেবারে জামাই-আদরের ব্যবস্থা
স্বপ্ন দেখছি না তো ?
কী হল টিনটিন ? কথা বলছ না কেন ?

এই জাহাজে ওদের রাখা ঠিক হবে না । হুম, রমোনা-জাহাজ তো কাছেই রয়েছে । তা কাল তার সঙ্গে পথের মধ্যেই দেখা হয়ে যাওয়া দরকার ।

পরদিন, ভোরবেলায়...
তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন । একটা জাহাজ মক্কায় যাচ্ছে ।
তার ক্যাপ্টেন আপনাদের নিতে রাজি হয়েছেন ।
বটে ? ভালই তো !

মিনিট কয়েক বাদে...
RAMONA

এই ব্যাপার ? এসো হে বন্ধু, তোমাদের আপ্যায়ন ভালই হবে । হাঃ হাঃ !

পুরনো জাহাজ ! স্বস্তি পাওয়া গেল !

এইখানে থাকো ! ক্যাপ্টেন একটু বাদেই নিজে এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবেন

আরে, এ কী ব্যাপার !

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে !

খোলো, দরজা খোলো !
দুম
দুম

কী হে, এত হল্লা করছ কেন ?
অ্যালান !
!

আবার দেখা হয়ে গেল ! এসো, আনন্দ করা যাক ।
অ্যালান, আমরা এখানে…
কীভাবে এলে ? বলছি । গর্গনজোলার একটা মালবাহী জাহাজ আমি চালাই কাল আমাকে বেতারে গতিপথ পালটে এদিকে আসতে বলা হল । যেন হঠাৎ দেখা । বুঝলে ?
বুঝলুম, এখন আমাদের কোথায় নিয়ে যাবেন ?
মক্কায় নয় । ওয়াদেসদায় নামিয়ে
আঁ ! সেখানে আমাদের
পারলেই তো শূলে চাপাবে
চাপালে চাপাবে ! নাও, এখন খাও তো !
আমাদের মক্কায় নিয়ে যেতে হবে ! নইলে…
নইলে কী ? দ্যাখো, চুজ্জুতি করলে, সমুদ্রে ফেলে দেব, আর হাঙররা তোমাদের ছিঁড়ে খাবে ! তাই চাও ?
এখন চললুম । রাত্তিরটা ঘুমোও । দাড়িটা কম্বলের তলায় রাখবে, নাকি বাইরে, সেইটে
ও-সব ভাবতে গেলে কি ঘুম হবে ?
এক ফোঁটাও না !
বাইরে রেখে সুবিধে হচ্ছে না তো
ভিতরে রাখলেও অস্বস্তি !
!
খেও না ! খেলেই…
বিপদ ঘটবে
খেয়ে দ্যাখো !
খাব ?
ঝন ঝন
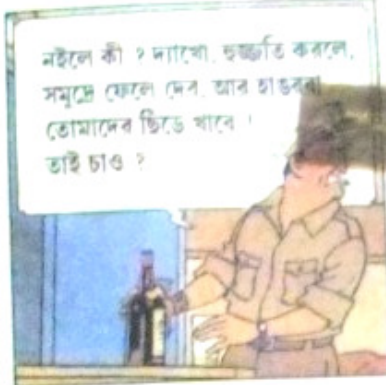
দূর ছাই, বড্ড গরম লাগছে !
এইবারে ঘুমোব !
ঘুম এসে পড়েছে !
স্বপ্ন দেখছি !
এ তো স্বপ্ন নয় ! এত হৈচৈ কিসের ?
নেমে দেখতে হচ্ছে !
?
বাঙ্ক থেকে পড়ে গেলে ?
না, মঙ্গলগ্রহ থেকে ছিটকে পড়েছি ! যত সব !
দরজা খোলো ! নইলে ভাল হবে না !
এই বাক্সটা দিয়ে গুঁতো মারি এসো !
কী হচ্ছে, দেখে আসি
বাবা রে !
এসো, ক্যাপ্টেন !
জাহাজে আগুন লেগেছে !
তাড়াতাড়ি বৈঠা চালিয়ে সরে পড়তে হবে

জাহাজে আগুন ধরিয়ে ডিঙিতে উঠে সরে পড়েছে !—ইঁদুর ! ছুঁচো ! জগঝম্প !

এসো, দেখি কী করা যায় !
যা করবার, চটপট করো !

বাঁচাও ! বাঁচাও !
মরে গেলুম
খোলের মধ্যে চিৎকার করছে কেউ

কে তুমি ? কী বলছ ?

আমরা কালো মানুষ বাইরে যেতে চাই ! এখানে দম আটকে যাচ্ছে !

নিগ্রো বন্দীর দল ! ওদের তো মরতে দিতে পারি না !
ঠিক বলেছ !

যেমন করেই হোক, আগুনটা আগে নেবাতে হবে !

আঠারো টন বিস্ফোরক রয়েছে ওর মধ্যে ! এক্ষুনি ফাটবে !

দেখি, হোসপাইপ দিয়ে জল বেরোয় কি না !

!

ক্যাপ্টেন ! ক্যাপ্টেন !

আমি এদিকটা দেখছি ! তুমি গিয়ে আর একটা হোসপাইপ চালাও !

দেখা যাক কী হয় !
বিস্ফোরকে আগুন ধরছে না কেন ?
আগুন যে নিবে গেল !
ডিঙি ঘোরাও !
বিশাল একটা ঢেউ এসে
আগুন নিবিয়েছে !
এবারে তো নীচের
লোকগুলোকে দেখতে হয়
ঠিক কথা, কিন্তু...
ইঞ্জিনটা আগে চালু করা দরকার ।
উপরে গিয়ে হুইল ধরো ।
আধ ঘণ্টা বাদে...
আরে, ইঞ্জিন চালু করে জাহাজটা
নিয়ে ওরা যে সরে পড়ল !
এবারে বলো কী করতে হবে ।
নিগ্রো বন্দীদের উদ্ধার
করতে হবে ।
তার আগে বেতারে একটা বিপদ-বার্তা
পাঠানো দরকার !
!
এ কী !

দ্যাখো কাণ্ড !
স্কাট !
স্কাট !

বেঁচে আছে ! হুঁশ ফিরছে !
কী হয়েছিল, স্কাট ?

পালাও ! বারুদে আগুন ধরে যাবে !
পালাও !
ও, সেইজন্যে ওরা আগুন
লাগিয়ে পালিয়েছে !

ভয় নেই ! আগুন নিবে গেছে !
কিন্তু কী হয়েছিল ?
ওরা আমাকে নিয়ে যেতে
চেয়েছিল ! আমি বললুম,
তোমাদের ফেলে যাব না !

ওরা তখন আমাকে মেরে
অজ্ঞান করে রেখে
চলে যায় !

বুঝেছি ! এদিকে আবার
জাহাজের খোলের মধ্যে
রয়েছে নিগ্রো বন্দীর দল !

বেতার-যন্ত্র
মেরামত করে
খবর পাঠাব ?
তাই করো !
আমি এদিকটা
সামলাই !

খানিক বাদে—
আগুন পুরোপুরি
নিবে গেছে !

এবারে নিগ্রো বন্দীদের
খবর নেওয়া যাক !

বাঁচাও !
বাঁচাও !
মরে
গেলুম !
ভয় নেই
আসছি

আরে, আমাকে ছেড়ে দে
টিনটিন ! বাঁচাও !
?

ডাইনোসরাস !
টেরোডাকটিল ! ছেড়ে দে

হটে যাও ! হটে যাও !
!

লড়ে যাও ক্যাপ্টেন !
আসছি !

ভয় নেই ! এসে গেছি !

এঃ, তুমিও ভিজে গেছ দেখছি !
সে আর নতুন কী !

তোমাদের আমি ওই অন্ধকূপ থেকে মুক্তি দিলুম, আর এই তার পুরস্কার ? লজ্জা করে না তোমাদের ?

রাগ করবেন না এফেন্দি ! আমরা ভেবেছিলুম, আপনিও বুঝি খারাপ সাদা লোক ! তারা গেল কোথায় !

খারাপ সাদা আদমিরা পালিয়েছে ! আমরা ভাল সাদা আদমি ! কোথায় যাবে তোমরা ? মক্কায় ?

হ্যাঁ, এফেন্দি, আমরা মক্কায় যাব !

ঠিক আছে ! আমাদের কথা শুনলে মক্কাতেই পৌঁছে দেব ! আপাতত কে কাজ করবে আমার সঙ্গে ?

আমি, এফেন্দি !
আমি !
আমি !
আমি, এফেন্দি !

দু'দিন বাদে...
শিগগিরই জেদ্দা বন্দরের দেখা মিলবে !
বন্দীদের ওখানে নামিয়ে দেব !

তুমি কি এখনও মনে করো যে, ক্রীতদাস হিসেবে ওদের বেচে দেওয়া হত ?
আমির তো মিথ্যে বলবার লোক নন !

ধুত ! এই বিশ শতকে ক্রীতদাস বলে কিছু আছে নাকি ?

আচ্ছা ক্যাপ্টেন, এই জাহাজে কোক আছে ?
কোক ? মানে ?

এফেন্দি ! একটা জাহাজ এদিকে আসছে !
!

জাহাজ নয়, পালের বজরা ! পথ দেখিয়ে বন্দরে নিয়ে যেতে আসছে ? নাঃ, তা মনে হয় না !
আরে, বজরাটা তো আমাদের দিকেই সংকেত পাঠাচ্ছে !
সালাম ! আমি ক্যাপ্টেন অ্যালানের সঙ্গে দেখা করব !
অ্যালান ? সে তো ভেগেছে ! আমিই এখন ক্যাপ্টেন !
ভাল, ভাল ! তা এবারকার কোকগুলো বেশ স্বাস্থ্যবান তো ?
কোক ? স্বাস্থ্যবান ? না না, কোক টোক আমাদের জাহাজে নেই !
কোক নেই ? হাহাহা !
এদিকে এসো তো !
কেন ?
বাঃ দিব্যি স্বাস্থ্য দেখছি !
দাঁত দেখি ! বাঃ, মজবুত দাঁত !
ওর দাঁত দেখে তোমার কী হবে, অ্যাঁ ? তুমি কী ক্রীতদাস চাও ?
শশশ্ ! ক্রীতদাস বলতে নেই ! কোক !
টিনটিন দেখছি ঠিকই বলেছিল ! তুমি দাস-ব্যবসায়ী ! বেরোও !
বেরোও ! নয়তো তোমাকে আমি বেদম পিটব !

হুঁশিয়ার !

!

?

ছোরা মারতে এসেছিলে ! পাজি !
কুমড়োপটাস ! ডাইনোসরাস !
বেরোও শিগগির ! নয়তো তোমাকে
আমি সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দেব !

বেরোও ! বেরোও ! ভাগো
হিয়াসে !

বেকুন ! গণ্ডার ! হিপোপটেমাস !
নরখাদক !

প্লাটিপাস ! পিপীলিকাভুক ! পেঙ্গুইন !
শুঁয়োপোকা !
শুনতে পাচ্ছে না,
ক্যাপ্টেন !

দাঁড়াও, শুনিয়ে ছাড়ব !

কোথায় যাচ্ছ ?
এক্ষুনি
আসছি !

জলদস্যু !
গুবরে পোকা !
শিলাকান্থ !
শকুন !

মানুষখেকো
টেরাডাকটিল
ব্রন্টোসরাস

তা 'কোক' কথাটা তোমার মাথায় এল কীভাবে ?
দেখাচ্ছি ।

টেবিলের উপরে পড়ে ছিল এই
কাগজের টুকরোটা ! পড়ে দ্যাখো !

গর্গনজোলার নির্দেশ !

জাহাজের সমস্ত কোক জেদ্দা
বন্দরে নামিয়ে দিতে হবে !
di Gorgonzola to Captain
Ramona
Deliver Coke to the
el Kaid at Jidda

ওই কুত্তাগুলোকে এর জন্য শাস্তি
পেতে হবে !

গর্গনজোলাকে অ্যালান যে বেতার-বার্তা পাঠিয়েছিল, এটা তারই একটা ছেঁড়া টুকরো। 'কোক' মানে ক্রীতদাস।

কথাটা এদের বুঝিয়ে বললে আশা করি আর মক্কা যেতে চাইবে না।
ঠিক। তারপর বেতারে একটা খবর পাঠাব।

কী স্কাট, ঠিক হল?
অনেক কাজ বাকি।

যাই, ওদের বুঝিয়ে বলি? তুমি জিবুতি ধরে জাহাজটাকে জিবুতির দিকে চালাও।
বেশ।

মিনিট কয়েক বাদে...
বন্ধুগণ, তোমরা সবাই মক্কায় যেতে চাও। কেমন, ঠিক কি না?
হ্যা
হ্যা

মক্কায় কয়েকটা দিন কাটিয়ে তোমরা আবার দেশে ফিরবে। কেমন, ঠিক বলছি তো?
হ্যাঁ,এফেন্দি
হ্যাঁ।

কিন্তু তোমাদের বোধহয় সেক্ষেত্রে আর দেশে ফেরা হবে না। যে-লোকটা এই জাহাজে এসেছিল, মক্কায় যাবা-মাত্র সে তোমাদের কিনে নেবে। তোমরা তার ক্রীতদাস হয়ে যাবে। বুঝলে?

বুঝেছি এফেন্দি। লোকটা খুব পাজি। আমরা ক্রীতদাস হতে চাই না, আমরা মক্কায় যেতে চাই।

ঠিক কথা। কিন্তু মক্কায় গেলেই ওই লোকটা তোমাদের ক্রীতদাস বানিয়ে ছাড়বে। বুঝেছ?
না, না, আমরা ক্রীতদাস হব না আমরা মক্কায় যাব।

আরে মোলো যা, কথাটা বুঝতে পারছ না? মক্কায় গেলেই তোমাদের ক্রীতদাস বানিয়ে ছাড়বে যে!
রাগ করবেন না, এফেন্দি, আমরা মক্কায় যাব।

ঠিক আছে, যাও মক্কায়! কিন্তু সেক্ষেত্রে আর দেশে ফিরতে পারবে না! ঝুনো নারকোলের দল, এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না কেন?

আমরা ঝুনো-নারকোল নই, গরিব মানুষ। আমরা মক্কায় যাব।

অসম্ভব! ওদের মাথায় গোবর পোরা! কিচ্ছু বুঝতে পারছে না! এত করে বলছি, তবু না!

এমিনি সোফোয়ি উম্বুয়ি কোনিচিরে !
ইরো !
বেনি !
নয়োটো !

কী হল, এখন আবার কী নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে ?

আমি মক্কায় যাব না । আমাদের গাঁয়ের দুটি ছেলে মক্কায় গিয়ে আর ফেরেনি । নিশ্চয়ই তাদের ক্রীতদাস বানানো হয়েছে । আমি ক্রীতদাস হব না । দেশে ফিরব ।
আমিও যাব না
আমিও না ।

বেশ, বেশ । তা হলে তোমাদের মধ্যে যারা মক্কায় যেতে চাও না, অন্য একটা বন্দরে তাদের নামিয়ে দেব । বাদবাকিরা মক্কায় যেতে চায় তো যাক ।
ধন্যবাদ ।

পরদিন সকালে—

পরশুদিন আমরা জিবুতি বন্দরে পৌঁছচ্ছি । বাস, তা হলেই নিশ্চিন্ত ।

জিবুতিতে না-পৌঁছনো পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না । কোক-এর ব্যাপারটা যে জেনে ফেলেছি, গগনজোলা তা শুনেছে নিশ্চয় । এবারে দেখি সে কী করে ।

ব্ররররর

একটা এরোপ্লেন চক্কর দিচ্ছে

হ্যাল্লো···হ্যাল্লো···অ্যালবাট্রস টু শার্ক···রমোনার দেখা পেয়েছি··· দক্ষিণ-পুবে চলেছে । ওভার ।
ADF

হ্যাল্লো···হ্যাল্লো···শার্ক টু অ্যালবাট্রস···ঠিক আছে···পশ্চিমে যাচ্ছি···

পথেই আটকাব···ওভার ।
যাক, হুকুম তামিল হয়েছে ।

প্লেনটা ফিরে যাচ্ছে । কী মতলব কে জানে !
কিচ্ছু বুঝতে পারছি না ।

হি হি বাবা, পাজি দুটো এবারে ফাঁদে পা দেবে । মাল্লা আর যাত্রী সমেত সমুদ্দুরে ডুবিয়ে ছাড়ব রমোনাকে । বাস, আমার ব্যবসার সাক্ষ্যপ্রমাণও সেইসঙ্গে লোপ পেয়ে যাবে ।

ক্যাপ্টেন, প্লেনটার মতলব ভাল ঠেকছে না জাহাজের পথ পালটাও !
এক্ষুনি পথ পালটাচ্ছি
কয়েক ঘণ্টা বাদে…
রেডিয়োটা চালু হল স্কাট ?
নাঃ !
দোষটা ধরতে পারছি না ! কী যে করি !
ব্ররররর
আবার ?
সেই প্লেনটা ?…
হুঁশিয়ার ! তার রয়েছে !
উঃ !
?
রেডিয়োর বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছ !
!
?
হ্যাল্লো…আলবাট্রস টু শার্ক…রমোনাকে ফের দেখতে পেয়েছি !
দক্ষিণে যাচ্ছে…দালাক-কেবির দ্বীপের কাছে ।
প্লেনটা দেখছি জ্বালিয়ে মারল !
বাগে পেলে এক ঘুসিতে তোদের নাক ভেঙে দেব !
!
শার্ক টু আলবাট্রস ! রমোনাকে দেখেছি ! ডুব দিচ্ছি !

তারে পা জড়িয়ে গিয়ে তোমার মেরামতির কাজটা একেবারে ভণ্ডুল করে দিলুম !
শশশ !
রেডিয়ো চালু হয়েছে !
সে কী, ওইভাবে উল্টে পড়বার পরেও !
চালু হয়েছে ! শোনো !
!
বিপ বিপ বিপ
ক্যাপ্টেন ! রেডিয়ো চালু হয়েছে !
ধাক্কা লাগার জন্যে দুঃখিত ! কিন্তু রেডিয়োটা…
চালু হয়েছে তো ? কিন্তু আমি যেভাবে…
মাছের পর মানুষের ধাক্কা খেলুম, তাতে আমি এবারে অচল হয়ে যাব !
মাছ ? কোথায় ?
আরে, দারুণ তো ! উড়ুক্কু মাছ !
ঢেউয়ের উপরে উড়ছে…একটা, দুটো, তিনটে…
কিন্তু ওটা আবার কী ?
ক্যাপ্টেন !…ক্যাপ্টেন !… পেরিস্কোপ !
এক্ষুনি দেখলুম ! অথচ এখন আবার নেই !
ঠিক দেখেছিলে ?
ওই যে ক্যাপ্টেন, ওই যে ! দেখতে পাচ্ছ ?
চেঁচিয়ো না !
দেখেছি ! পেরিস্কোপ ! অর্থাৎ ডুবোজাহাজ ! সর্বনাশ !
হুঁশিয়ার ! হুঁশিয়ার থাকো ! ডুবোজাহাজ ! ডেক থেকে সবাই সরে যাও ! এক্ষুনি টর্পেডো ছুঁড়বে ! ডিঙি তৈরি রাখো ! হুঁশিয়ার !

ধৈর্য ধরো ক্যাপ্টেন ! শান্ত হও !
হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা !

কিন্তু—কিন্তু সর্বনাশ হতে চলেছে ! লোক ওরা !
তাতে হয়েছে কী

সামনের খোলে বারুদ ! টর্পেডো লাগলেই সর্বনাশ !
কিন্তু এখনও তো ওরা টর্পেডো ছোড়েনি !

কাছেই—ডুবোজাহাজে
হুঁহুঁ, এবারে টর্পেডো ছুঁড়ে ওদের খতম করে দেব !

এক নম্বর টিউব, তৈরি থাকো !

আমি যে-দিকে বলব, তক্ষুনি সেইদিকে জাহাজ ঘোরাবে ! নইলে সর্বনাশ !

এস. ও এস. ! রমোনা জাহাজ থেকে বলছি ! কাছেই ডুবোজাহাজ ! সর্বনাশ আসন্ন !

এক নম্বর, টর্পেডো ছোড়ো !

এস. ও এস. ! রমোনা থেকে বলছি ! টর্পেডো ছুঁড়েছে !

জাহাজের মুখ ডাইনে ঘোরাও !

ঘুরিয়েছি, ক্যাপ্টেন !

জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে বেঁচে গেল !

এস. ও. এস. ! টর্পেডো ছুঁড়ছে ! অল্পের জন্য বেঁচে গেছি !

বিদেশী জাহাজ জরুরি বার্তা শুনেছে—
এস. ও. এস. ! দেখুন !
ডুবোজাহাজ ! বলে কী ! কোথাও তো যুদ্ধ চলছে না !

ওদিকে, ইতিমধ্যে—
দু'নম্বর টিউব, তৈরি থাকো !

বেতার-বার্তা অন্য জাহাজ থেকে শুনেছে !

লস এঞ্জেলিস জাহাজ থেকে বলছি ! বার্তা পেয়েছি !
তিন ঘন্টার মধ্যে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাব !

তার আগেই না টর্পেডোতে ঘায়েল হয়ে যায় রমোনা !

এইবারে ঠিকমতো টর্পেডো ছোঁড়ো !

বাঁয়ে মুখ ঘোরাও এবার ! মনে হচ্ছে, তা হলেই রক্ষা পাওয়া যাবে !

৩০° ডিগ্রি বাঁয়ে জাহাজের মুখ ঘোরাও !
ঠিক আছে !

এবারেও এড়িয়ে গেল আশ্চর্য !

এবারে ফশকালে চলবে না !
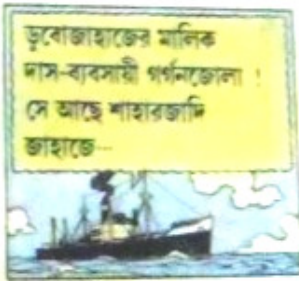
ডুবোজাহাজের মালিক দাস-ব্যবসায়ী গর্গনজোলা ! সে আছে শাহারজাদি জাহাজে—

মুখ ঘোরাও !
ঘুরিয়েছি !

চালাও টর্পেডো !

টর্পেডো আসছে ! ফুল স্পিডে জাহাজ চালাতে হবে !

ফুল স্পিড চাই ! ফুল স্পিড !

!

যাচ্চলে ! সর্বনাশ হল !

আরে, যন্ত্রটা তো জ্যাম হয়ে গেছে ! স্ক্রু-ড্রাইভার চাই !

এবারেও আমাদের টর্পেডোর হাত থেকে বেঁচে গেল জাহাজটা !

জোর বেঁচে গেছি !

যন্ত্রটা যে কিছুতেই চালু হচ্ছে না !

দাঁড়াও, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি !

লাথি মেরে পাঁজর ভেঙে দেব !

বাবা গো !

এবারে দু দুটো টর্পেডো টিউব রেডি রাখো !

ঝ্যাং ক্ল্যাং
আরও লাথি আছে তোর কপালে !
?

হেল্লো ? এঞ্জিন-রুম ? হেল্লো ?
হেল্লো এফেন্দি

বুম ! বুম !
যাঃ ! টর্পেডো সর্বনাশ !

বুম ! বুম !
আবার !

না, টর্পেডো নয় ! ডেপ্থ-চার্জ !
মার্কিন সি-প্লেন ! সাবমেরিনকে ভাসাবার জন্যে ডেপ্থ-চার্জ করছে !

ব্যাটাদের আর নিস্তার নেই !
ওই দ্যাখো, জল তোলপাড় করে...

ডুবোজাহাজটা ভেসে উঠেছে !
ডেপ্থ-চার্জ করলে না-ভেসে উপায় কী !

সাদা পতাকা উড়ছে ! অর্থাৎ ডুবোজাহাজ আত্মসমর্পণ করবে !

হেল্লো সাবমেরিন ! জলের উপরে ভেসে থাকো ! ডুববার চেষ্টা করলেই বোমা ফেলব !

এই অবস্থায় টর্পেডো চালানোর প্রশ্নই ওঠে না ! বরং তুমি ডুব-সাঁতার দিয়ে টিনটিনদের জাহাজের গায়ে এই মাইনটা লাগিয়ে এসো !

চটপট যাও ! ওরা ফিরে আসছে !

কী কাণ্ড রে বাবা !

বেঁচে গেছি !
হুররে !
ট্রালালা
সাহেবদের আহ্লাদ হলে ওইরকম করে !

জাহাজের সামনের দিকেই নাকি বারুদ ওইখানেই লাগাই !

ইতিমধ্যে—
এখন 'লস্ এঞ্জেলিস' জাহাজের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে নোঙর ফেলি।

বাইশ ফ্যাদম নামাও!

কী হল? ঝটপট নোঙর নামাও!

হেউ
হেউ
হেউ
হেউ
হেউ

এক ঘণ্টা বাদে—
ওই আসছে 'লস এঞ্জেলিস'।

একটা মার্কিন জাহাজ আসছে!
এসে পৌঁছুবার আগেই মাইন ফাটবে।

বুম

পরদিন সকালে—
খবর নেই ! ডুবোজাহাজটা করছে কী !

শাহারজাদি জাহাজকে আটক করে তার মালিক রাস্টাপপুলস ওরফে গর্গনজোলাকে গ্রেফতার করা হবে !

সর্বনাশ ! কিন্তু—কিন্তু তা তো অসম্ভব !
ক্রিরিরিং
ক্রিরিরিং

কে, ক্যাপ্টেন ?— একবার এসো !— কী বললে ? যুদ্ধজাহাজ ?— ঠিক আছে, আসছি !

ওরা আমাদের থামতে বলছে ! কী করব বলুন ?

বলো যে, জাহাজ যদি না থামায় তো আমরা কামান দাগব !

ঠিক আছে, জাহাজ থামিয়ে আমার স্পিডবোটটা নামাও ! আমি গিয়ে ওদের ধমকে দিয়ে আসি ! কার সঙ্গে চালাকি করছে, তা ওরা জানে না !

জাহাজ থেমেছে ! তারপর কী করছে বলো তো !
একটা স্পিডবোট নামাল ! তাতে রাস্টাপপুলস অর্থাৎ গর্গনজোলাকে দেখছি !

আরে, আমি একা গেলেই হবে !

এদিকেই আসছে ! লোকটার মতলব কী, বলা শক্ত !

আরে, ও কী !— স্পিডবোটও থেমে গেল যে !

সমুদ্রে ওটা ডুবে গেল !

আমাকে ধরা এতই সোজা ! হাহাহা !

উঃ, কী বিচ্ছু ! যাবার আগেও শয়তানি করে গেছে ! নিজের বাড়িতে ফিরেও কি আমি একটু শান্তি পাব না !
সার, মিঃ ওয়াগ এসেছেন !
অ্যাঁ, জয়লন ? না না, আমি শান্তি চাই !
এই যে বুড়ো মাল্লা, কেমন আছ ?—আমি ভাল আছি, সে তো বুঝতেই পারছ । হাহাহাহা !
বোকো
এবারে শোনো, তোমার এই জায়গাটায় তো বৈচিত্র্য বলতে কিছু নেই··· .
তো কী হয়েছে ?
তাই ঠিক করলুম, একটু বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করে দেব । তা···
কী চাও তুমি ?
আরে, আমি হচ্ছি ভ্যাগাবণ্ড কার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, তা সেই ক্লাবের তরফ থেকে তোমার এখানে একটা র‍্যালির ব্যবস্থা করেছি ।
কী, খুশি তো ?
CONTROL
সমাপ্ত